জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – মার্চ ২০০৯/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম:

* সংলাপের মাধ্যমে মতবিরোধ দুর করতে পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের আহ্বান
* ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনসংখ্যা পানি সংকটকে আরো প্রকট করবে- জাতিসংঘ নতুন প্রতিবেদনের সতর্কবাণী
* নীল হেলমেটধারী ত্রাণকর্মীদের অবশ্যই সবুজায়ন অভিযান চালাতে হবে – জাতিসংঘ
* টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ১০ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে- জাতিসংঘ
* খাদ্য সঙ্কট এখনো শেষ হয়নি- জাতিসংঘ মানবাধিকার কর্মকর্তার সতর্কবাণী
* নারীর প্রতি সহিংসতার মূল্য গণনাতীত- জাতিসংঘ মহাসিচবের সতর্কবাণী
* নেপাল: ছিটওয়ানের সুরক্ষায় সংঘর্ষ বন্ধে সব পক্ষের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান
* শ্রীলঙ্কা: চলমান যুদ্ধে বেসামরিক মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বান কি-মুনের গভীর শোক

সংলাপের মাধ্যমে মতবিরোধ দুর করতে পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দের প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি- মুনের আহ্বান

১৩ মার্চ – পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ মহাসচিব সংলাপের মাধ্যমে মতবিরোধ দুর করতে দেশটির নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জরদারি এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মধ্যে ছাটাইকৃত আইনজীবিদের পুর্নবহালের ইস্যু নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটির রাজনৈতিক সংকট এখন তীব্র আকার ধারণ করছে। এ সংকট থেকে উদ্ভুত বিদ্রোহ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ মুখপাত্র ফারহান হক এক প্রতিবেদনে বলেন, দেশটির বর্তমান রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব খুবই চিন্তিত।

জনাব হক বলেন, ক্ষমতাসীন কিংবা বিরোধী দলীয় পাকিস্তানের সব নেতৃবৃন্দের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো পাকিস্তানের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেকোনো পদক্ষেপ নেয়ার পুর্বে তাদের এ বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত।

মুখপাত্র আরো বলেন, ‘জাতিসংঘ মহাসচিব একটি অর্থপুর্ণ সংলাপের মাধ্যমে সব ধরণের মতবিরোধ দুর করে দেশের এবং এ অঞ্চলের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনসংখ্যা পানি সংকটকে আরো প্রকট করবে – জাতিসংঘ নতুন প্রতিবেদনের সতর্কবাণী

১২ মার্চ – ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনসংখ্যা, জলবায়ুর পরিবর্তন, ব্যাপক বিস্তৃত অব্যবস্থাপনা এবং জ্বালানীর বিরামহীন চাহিদা বৈশ্বিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে নি:শেষ করবে – আজ একটি নতুন প্রতিবেদনে জাতিসংঘ এই সতর্কবাণী করে।

২৪টি জাতিসংঘ সংস্থার যৌথ প্রজোযনায় প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের জনসংখ্যা ৬ বিলিয়নেরও বেশি হওয়ায় বিশ্বের অনেক দেশে ইতোমধ্যে পানি সম্পদের সংকট দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘ পানি উন্নয়ন প্রতিবেদনের উপাদান সমন্বয়কারি উইলিয়াম কসগ্রভ বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে।

নিউইয়র্কে এক সম্মেলনে জনাব কসগ্রভ বলেন, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আজ `The Water in a Changing World’ নামক একটি প্রতিবেদনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বিশুদ্ধ পানি সম্পদের ত্রিবৎসরান্তিক একটি বিস্তারিত মুল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে। আগামী ১৬-২২ মার্চ ইস্তামবুলে পঞ্চম বিশ্ব

পানি ফোরাম অনুষ্ঠিত হবে।

এই প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয়, আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে আফ্রিকার ৭৫ থেকে ২৫০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠিসহ বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠি তীব্র পানি সঙ্কটপ্রবণ এলাকাতে বাস করবে। এছাড়াও বিশ্বের কিছু শুষ্ক ও আধা-শুষ্ক এলাকায় এ জনগোষ্ঠির সংখ্যা হবে ২৪ থেকে ৭০০ মিলিয়ন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দৈনিক ১.২৫ ডলারের কম আয়ের মানুষদের সংখ্যার সঙ্গো নিরাপদ পাণীয় জলের সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সংখ্যার সাদৃশ্য থেকে বলা যায়, দারিদ্র ও পানি সম্পদের মধ্যে নিবির সম্পর্ক রয়েছে।

এই প্রতিবেদন স্বাস্থ্যের ওপর এই পরিস্থিতির প্রভাবও তুলে ধরে- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৮০ শতাংশ রোগ পানি বাহিত এবং ফলে প্রায় ৩ মিলিয়ন লোক অকালে মৃত্যুবরণ করে। উদাহরণ স্বরূপ উলে-খ করা যায়- দৈনিক ৫,০০০ শিশু কলেরায় মারা যায় । তবে বিশ্বের আনুমানিক ১০ শতাংশ রোগ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে এড়ানো সম্ভব।

জনাব কসগ্রভ বলেন, চাহিদা রেড়েই চলেছে। এর থেকে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং এ জন্য আমাদের পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, উন্নত আইনসভা গঠণ এবং পানির আরো দক্ষ ও স্বচ্ছ বন্টন করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, জীবনযাত্রার মান্নোয়নের সাথে সাথে নাটকীয়ভাবে পানি সম্পদের অপ্রতুলতাও বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু নগরে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং পানির ব্যবহারও বাড়ছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই জ্বালানীর সংকট দেখা দেবে।

নীল হেলমেটধারী, ত্রাণকর্মীদের অবশ্যই সবুজায়ন অভিযান চালাতে হবে - জাতিসংঘ

১১ মার্চ - জাতিসংঘ সমর্থিত এক সভায় সামরিক ও বেসামরিক সহায়তা বিশেষজ্ঞগণ সবুজায়ন আন্দোলনকে গতিশীল করতে শান্তিরক্ষী বাহিনী ও সহায়তা সংস্থার কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। যাতে তারা তাদের কাজের মাধ্যমে পরিবেশ এবং দীর্ঘমেয়াদী সংঘর্ষজড়িত বিভিন্ন মানবগেষ্ঠিকে এর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

গবেষণায় দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবেশে কাজ করার সময় প্রায়শই শান্তিরক্ষী বহিনীর জন্য জরুরি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন কাঠ, পানি প্রভৃতির চাহিদাই গুরুত্বপুর্ণ হয়ে পড়ে।

তবে উন্নত প্রযুক্তি, পানি ও জ্বালানীর দক্ষ ও গঠণমুলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বনভূমি ধ্বংস হ্রাসসহ, উন্নত পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ চাহিদা পুরণ এবং সংঘর্ষপুর্ণ অঞ্চলে পুণরুদ্ধার, উন্নয়ন এবং শান্তি স্থাপনে ভুমিকা রাখা সম্ভব হবে।

UNEP এর নির্বাহী পরিচালক অসীম স্টেইনার বলে, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং সংস্থাসমুহের কর্তব্য হলো এমনভাবে কাজ করা যাতে সংশি-ষ্ট এলাকার বাস্তুব্যবস্থায় তাদের অবদান থাকে। তারা পরিবেশ দুষণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে যাতে এর থেকে কোনো সংঘর্ষের উদ্ভব না হয়।

নাইরোবিতে জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রমের দপ্তরে দিনব্যাপী এ সভার যৌথ উদ্যোক্ত ছিল- UN Department of Field Support| (DFS), the UN Mission in Sudan (UNMIS), the Swedish Defence Reseach Aency and the Environmental Law Institute.

টেকসই বনব্যবস্থাপনা ১০ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে- জাতিসংঘ

১০ মার্চ- আজ জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা (FAO) উলে-খ করে, টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় জাতীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে ১০ মিলিয়ন নতুন ‘সুবজ কর্মসংস্থানের’ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

FAO এর বন বিভাগের সহকারী পরিচালক জন হেইনো বলেন, সম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে অনেকে চাকরি হারিয়েছে, তবে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা কয়েক মিলিয়ন সবুজ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, এভাবে এটি একদিকে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হবে অন্যদিকে পরিবেশগত উন্নয়নও সাধন করবে।

যেহেতু বন ও গাছপালা কার্বন ধারনের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ আধাঁর সেহেতু এধরনের বিনিয়োগ একই সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলা ও এজন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো বেগবান করতেও কার্যকর ভুমিকা রাখবে।

বন ব্যবস্থাপনার চাকরির মধ্যে আছে: কৃষি-বনায়ন এবং খামার- বনায়ন, জ্বালানী ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন এবং অভিনয় ও বিনোদন ব্যবস্থাপনা, নগরে সবুজায়নের

বিস্তৃতি, বনভূমির ক্ষয়রোধ এবং নতূন বনায়ন প্রভৃতি।

FAO এর মতে, আমেরিকা এবং কোরিয়াসহ কিছু দেশ বনায়নকে তাদের অর্থনৈতিক উদ্দীপক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছে। এবং এটি ভারতের পল-ী কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের একটি অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ উপাদান।

'টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান'- এটিই হবে আগামী ১৬ থেকে ২০ মার্চ ২০০৯ এ রোমে FAO এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব বনায়ন সপ্তাহের মুল্য প্রতিপাদ্য।

বৈশ্বিক খাদ্য সঙ্কট এখনো শেষ হয়নি- জাতিসংঘ মানবাধিকার কর্মকর্তার সতর্কবাণী

৯ মার্চ - জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা সতর্ক করে দিয়ে বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের দাম কমলেও বৈশ্বিক খাদ্য সঙ্কট এখনো শেষ হয়নি বলে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার প্রাপ্তির অধিকার পুরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জেনেভা ভিত্তিক মানবাধিকার পরিষদকে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের প্রধান নাভী পিলয় বলেন, পরিষদের অবশ্যই সমাজের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্টিকে সহায়তা করার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে ।

তিনি উলে-খ করেন, গত বছর শুধুমাত্র প্রধান খাদ্যে দাম বৃদ্ধির কারণে বিশ্বে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ৮৫৪ মিলিয়ন থেকে ৯৬৭ মিলিয়নে উন্নীত হয়। দ্রব্যমুল্যের নিম্নগতি সত্বেও এর মুল্য ২০০২ সালের তুলনায় উচ্চই রয়েগেছে । ফলে দরিদ্র জনগোষ্টির এখনো তা ক্রয় করার সামর্থ নেই।

মিজ পিলয় বলেন, এবং খাদ্যদ্রব্যের মুল্য হ্রাস আবার কৃষিতে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগকে স্-থ করে, বিশেষ করে সেসব ক্ষুদ্র কৃষকের সামর্থ কমিয়ে দেয় যারা কৃষিকাজ করেই তাদের জীবন নির্বাহ করে।

কমিশনার বলেন ৪৭ সদস্য বিশিস্ট পরিষদ ক্ষুধা নিবারণে এবং এই সংকট থেকে যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে জোড়দার পদক্ষেপের আহ্বান জানান।

তিনি পল-ী ও নগরের দরিদ্র জনগোষ্টি, ভুমিহীন বা ক্ষুদ্র চাষী এবং নারী প্রধান গৃহস্থালীর অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মিজ পিলয় বলেন, ক্ষুধা নিবারণে শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ প্রয়োজন যেখানে থাকবে দায়বদ্ধতা, কৃষি উৎপাদনে টেকসই বিনিয়োগ এবং গবেষণা এবং ক্ষুদ্র ও দরিদ্র চাষীদের জন্য সুনিদিষ্ট সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির কারণে গত সপ্তাহে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন ক্ষুধা নির্মুল ও খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক স্কুলের বৈশ্বিক খাদ্য সংকট বিষয়ক সম্মেলনে জনাব বান ছাত্রদের বলেন, "খাদ্য শুধুই একটি পণ্য নয় এবং কৃষি শুধুই একটি ব্যবসা নয়। বরং এদুটোই আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মানুষের খাদ্যের অধিকারকে অনুধাবন করা আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।"

নারীর প্রতি সহিংসতার মূল্য গণনাতীত- জাতিসংঘ মহাসিচবের সতর্কবানী

৮ মার্চ´- আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বাণীতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন - বিশ্বব্যাপী নারী ও কন্যা শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে জাতিসংঘের অন্যান্য কর্মকর্তাদের দাবীর সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর বাণীতে মহাসচিব বলেন, অনেক দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতি তিন জনে একজন নারী প্রহার, যৌন নিপীড়ন অথবা অন্য কোন প্রকার নির্যাতনের স্বীকার হয়ে থাকে। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রতিপাদ্য হলো- 'নারী ও পুরুষ: নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবদ্ধ হই'।

তিনি উলে-খ করেন, 'আমাদের অবশ্যই স্বভাবগত ও সামাজিকভাবে উদ্ভুত সহিংসতা বন্ধ করতে হবে যা প্রাণ সংহার করে, স্বাস্থ্যহানী ঘটায়, দারিদ্রস্ফিতি ঘটায় এবং নারীর সমতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জন বাধাঁগ্রস্থ করে।'

গত বছর মহাসচিব নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে বিশ্বের সকল জনগণ ও সরকারের ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম অভিযানের উদ্বোধন করেন, যা ২০১৫ অভিযান চলবে। । সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা ও এইচআইভি/ এইডসের বিস্তার রোধে সর্বজনীন লিঙ্গ সমতা অর্জনসহ আট লক্ষ্যের সমষ্টি, যা অর্জনের জন্য নির্ধারিত সময় হলো ২০১৫ ।

জনাব বান বলেন, 'নারীর প্রতি সহিংসতা এইচআইভি/ এইডসের বিস্তারের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত।'

তিনি ব্যাখ্যা করেন, 'শুধু কিছু কিছু দেশের বড় সংখ্যার নারীরাই যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে তা নয়, বরং নারী ও কন্যা শিশু প্রথাগত ও পরিকল্পিতভাবেই যুদ্ধের সময় ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

জাতিসংগ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের প্রধান রন ডেমন্ড বলেন, ' সহিংসতা এবং বিশেষ করে যৌন এবং লিঙ্গ সহিংসতা বর্তমান বিশ্বের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে একটি।

মৃত্যু, আঘাত, চিকিৎসা ব্যয় এবং চাকুরি খোয়নো হাজারো কুফলের মধ্যে কয়েকটি মাত্র। সহিংসতার প্রভাব নারী ও কন্যা শিশু, তাদের পরিবার, তাদের সম্প্রদায় এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্থ জীবন ব্যবস্থায় কতো যে প্রকট তার কথা বলাইবাহুল্য।

মহাসচিব আরো বলেন, 'প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রচলিত মানসিকতা ও অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করা সহজ নয়। এতে অবশ্যই আমাদের সবাইকে সম্পৃক্ত হতে হবে- ব্যক্তি, সংস্থা এবং সরকার।'

কোনো ধরনের, কোনো সময়েই, কোনো পরিস্থিতিতেই নারীর প্রতি সহিংসতা সহ্য করা হবে না, আর এজন্য আমাদের অবশ্যই উচ্চপর্যায় থেকে জোড়ালো ও স্বচ্ছভাবে কাজ করতে ঐক্যবন্ধ হতে হবেবলে উলে-খ করে মহাসচিব বলেন, আমাদের প্রয়োজন মিডিয়াতের নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি। আমাদের এমন আইন প্রয়োজন যা সহিংসতাকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে, যার জন্য অপরাধীকে দায়ী ও বিচারের সম্মুখিন হতে হবে।

আরেক বক্তব্যে জাতিসংঘ শিশু তহবিলের নির্বাহী পরিচালক এ্যান ভিনেমান নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নারী ও পুরুষের একসাথে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং তাদের সবাই এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

জাতিসংঘ এইচআইভি/ এইডস কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক লিঙ্গ সমতাকে বিশ্বের পুরুষদের সব কাজের মুল উপজীব্যে পরিণত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এটা কেবল সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্যই নয়, সবাই যাতে এইচআইভি/ এইডসের প্রতিরোধ, চিকিৎসা, সেবা ও সহযোগিতা পায় তার জন্যও অপরিহার্য।

<u>নেপাল: ছিটওয়ানের সুরক্ষায় সংঘর্ষ বন্ধে সব পক্ষের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান</u>

৬ মার্চ - গত দু'দিনে দু'জন বিদ্রোহী এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হবার পর নেপালে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আজ সংলাপের মাধ্যমে মতভেদ দুর করে ছিটওয়ান জেলার সমস্যা সমাধান করার আহ্বান জানিয়েছেন।

নেপালে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনের (OHCHR-Nepal) প্রতিনিধি রিচার্ড বেনেট বলেন, 'আমি সরকার, পুলিশ এবং বিদ্রোহী দলের কিছু প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছি এবং সহিংস বিদ্রোহী ও সশস্ত্র বাহিনীর কাছে আমার বার্তা পৌছে দিয়েছি'।

তিনি আরোও বলেন, পুলিশ কর্তৃক প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারে OHCHR-Nepal গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এক প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয় ৫ মার্চ রাতে তানদি এলাকায় এধরণের অস্ত্রের আঘাতে একজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছে। তখন থেকে সংশি-ষ্ট ওয়ার্ডে কার্ফু ঘোষণা করা হয়।

যদিও পুলিশ দাবি করে বিদ্রোহী সহিংস হবার পর আত্নরক্ষার জন্যই তারা গুলি করে, তবু OHCHR-Nepal উলে-খ করে পুলিশ ততক্ষণ পর্যন্ত গুলি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না জীবনের প্রতি ভয়াবহ হুমকী না আসে এবং আত্নরক্ষার অন্য সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৬ মার্চ বিদ্রোহ চলাকালে বিশাল ছুড়ি হাতে বিদ্রোহীদের দ্বারা সশস্ত্র বাহিনী দু'জনের ওপর আক্রমনের ব্যপারেও OHCHR-Nepal দপ্তর চিন্তিত। সেসময় একজন কনস্টেবল নিহত ও অন্যজন ভয়াবহ জখম হয়।

OHCHR-Nepal সব ধরণের হত্যার স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আবারও আহ্বান জানায়।

প্রায় ১৩,০০০ প্রাণহানীর পর নেপালে এক দশক দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ ২০০৬ সালে নেপালী সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে বন্ধ হয়। যার ফলে গত বছর সেখানে ঐতিহাসিক জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীলঙ্কা: চলমান যুদ্ধে বেসামরিক মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বান কি-মুনের গভীর শোক প্রকাশ

৫ মার্চ- শ্রীলঙ্কান সরকারি সামরিক বাহিনী ও তামিল বিদ্রোহীদের মধ্যে চলমান যুদ্ধে সংশি-ষ্ট এলাকায় বেসামরিক মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আজ জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন গভীর শোক প্রকাশ এবং শীঘ্রই যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ জাতিসংঘ মানবিক সমন্বয় বিষয়ক দপ্তর (OCHA) এক প্রতিবেদনে উলে-খ করে যে গত মাসে উত্তর ভানী অঞ্চলের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে।

যুদ্ধের সীমানা ফেব্রুয়ারি মাসে ৩০০ বর্গকিলোমিটার থেকে কমে প্রায় ৫৮ বর্গকিলোমিটারে সীমাবদ্ধ হয়েছে। এসব এলাকার কিছু বেসামরিক লোককে ১৪ বর্গকিলোমিটার দীর্ঘ একটি নতুন `No-fire zone' এ শরনার্থী হিসেবে স্থানান্ত-রিত করা হয়েছে। জাতিসংঘ ধারণা করছে এদের সংখ্যা ১০০,০০০ থেকে ২০০,০০০ জন হবে।

মুখপাত্র কর্তৃক ইস্যুকৃত এক বক্তব্যে মহাসচিব, শ্রীলঙ্কান সরকার ও বিচ্ছিন্নতাবাদী লিবারেশন টাইগার অব তামিল এলম্ (LTTE) এর প্রতি, বেসামরিক জনগণ যাতে যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকা ত্যাগ করতে পারে সেজন্য যুদ্ধ বন্ধের এবং দ্রুত তাদের জন্য মানবিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করার আহ্বান পুর্নব্যক্ত করেন।

এছাড়াও মহাসচিব সেইসব এলাকা থেকে যেখানে বেসামরিক জনগণের আবাসস্থল, মানবিক কার্যক্রমের দপ্তর রয়েছে সেসব এলাকা থেকে অস্ত্র ও যোদ্ধাদের প্রত্যাহার করার এবং শিশু বিশেষ করে ১৩ বছরের কম বয়সীদের জোড়পুর্বক যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য না করার অনুরোধ জানান।

OCHA মতে বেসামরিক জনগণ একদিকে যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকায় ক্রমাগত প্রাণ হারাচ্ছে, অন্যদিকে .. এ ত্রাণ সরবরাহে বাধাঁ থাকায় সেখানেও তারা কষ্ঠ ভোগ করছে। ত্রাণের অভাবে কত নের প্রাণহানী হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা হয়ত বলা কঠিন, তবে ধারণা করা হচ্ছে প্রায় কয়েক হাজার লোকে নিহত ও আহত হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে `No-fire zone' টি দারিদ্রপীড়িত ও ঘনবসতিপুর্ণ এবং জাতিসংঘ এ তথ্য পেয়েছে যে সেখানে খাবারের অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে। সেকানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী অচিরেই সেখানে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু জ্বর এবং হাম প্রভৃতি রোগের উপদ্রপ দেখা দেবে এবং ইতোমধ্যেই গুটিবসন্তের সংক্রমনের খবর পাওয়া গেছে।

OCHA এর মতে LTTE বেসামরিক জনগণকে যুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এলাকার ত্যাগে বাঁধা প্রদান করছে। এমন কি কিছু লোক অভিযোগ করে যে যেসব বেসামরিক জনগণ সীমানা অতিক্রমের চেস্টা করছে বিদ্রোহীরা তাদের মেরে ফেলছে এবং তাদের ফেরত আসতে বাঁধ্য করছে।

জাতিসংঘ শ্রীঙ্কার উত্তারাঞ্চলে মানবিক প্রয়োজন মেটানো, পুর্বাঞ্চলে যুদ্ধের সময় যারা ধরা পড়েছে এবং যারা যুদ্ধে যোগ না দেবার ভয়ে পালিয়েছে, তাদের সাহায্য প্রদানের জন্য ১৫৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান আহ্বান করেছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব আজ যুদ্ধের অন্তর্নিহিত কারণগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো সমাধানে জোড়দার ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রীলঙ্কার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

** ** **